**তৃতীয় মাত্রা**

**পর্ব**-৬৫২৭

**উপস্থাপনাঃ** জিল্লুর রহমান

**আলোচকঃ** বিজিএমইএ-এর সাবেক সহ-সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাছির এবং ফিনেস অ্যাপারেলস লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্সের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ দানিয়াল।

**তারিখঃ** ১৫.০৬.২০২১

**জিল্লুর রহমানঃ** বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। দর্শক দেশের কোভিড পরিস্থিতি বিশ্বপরিস্থিতি যেখানে খানিকটা উন্নতির দিকে  যদিও দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর নয়। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে অনেকটা ঘোলাটে অবস্থা।  মৃতের সংখ্যা কম বেশি বাড়তির দিকে। আক্রান্তের সংখ্যা মোটামুটি ভাবে বাড়তির দিকে। বিশেষ করে শনাক্তের হার ক্রমাগত বাড়ছে এবং তারমধ্যে সংকট ভ্যাকসিন নিয়ে একটা তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে ভ্যাকসিন কবে পাওয়া যাবে, কোত্থেকে পাওয়া যাবে সেটি নিয়ে যথেষ্ট যথেষ্ট রকমের সংশয় রয়েছে। আর বাংলাদেশ সরকারের আগামী অর্থবছরের বাজেট অর্থমন্ত্রী সংসদে পেশ করেছেন সেখানে পরিকল্পনা দেখলে অনেকেই শিউরে উঠতে হয় কারণ সেখানে বলা হয়েছে বছরে ২৫ লাখ করে ভ্যাকসিনে ব্যবস্থা করা হবে যাতে করে বাংলাদেশের সব মানুষকে যদি ভ্যাকসিনের আওতার মধ্যে আনতে হয় যাদের জন্য প্রযোজ্য সকলে আসবেন এই  আওতায় খুবই জরুরী তাহলে ৮ বছরেরও বেশি সময় লাগবে এই ভ্যাকসিন দিতে বাংলাদেশের জনগণকে। এবং ততদিনে কোভিডের কোভিড কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার কতবার রূপ পাল্টাবে কি হবে সেটি আমরা কেউ এখন নিশ্চিত করে বলতে পারছিনা। আগামী অর্থবছরের বাজেট নিয়ে নানা রকমের বক্তব্য আছে মিশ্র বক্তব্য আছে এবং অনেকে মনে করে যে এই বাজেটে আসলে দেশের সিংহভাগ মানুষের অংশগ্রহণটা নেই অর্থাৎ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু করা হয়নি কতিপয় গোষ্ঠী তাদের মধ্যে একটা বড় গোষ্ঠী হচ্ছে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং আরেকটি হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের জন্য যাকিছু সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে সাধারণভাবে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত বা দরিদ্র নতুন দরিদ্র

জনগোষ্ঠী যারা তৈরি হয়েছেন  বা আগের থেকে দরিদ্র আছেন তাদের কথা বাজেটে তেমনভাবে নেই। এবং সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক উত্তাপ ও খুব একটা নেই সেটি একদিক থেকে স্বস্তির আবার অনেকের দিক থেকে অনেক কারণেই অস্বস্তির এবং বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে এ কথা যেমন বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন যে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রগতির সেই অর্থে কাঙ্ক্ষিত নয় এবং আমরা যদি বিশ্বের নানা রেংকিং দেখি সব রেংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থা অনেক নিচে সেটি তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলি, সেটি জ্ঞানের কথা বলি, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কথাগুলো  বলি করোটি আসলে বিশ্ব মানকি এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার মানকে মান অর্জন করতে পারছে না সব মিলিয়ে এই সকল বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। কথা বলবার জন্য দুইজন ব্যবসায়ী নেতা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমার বাঁয়ে বসা আছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী যে ট্রেড বলি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার  এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন তার সাবেক পরিচালক এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নানান কমিটিতে আছেন অঙ্গসংগঠনের এবং বিভিন্ন কমিটিতে তিনি রয়েছেন মোহাম্মদ নাসির আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমার বাঁ পাশে বসা। আমার ডানে রয়েছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা স্ত্রী সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর পরিচালক এবং ফিনেস অ্যাপারেলস লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ দানিয়াল। স্বাগতম আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রার' অনুষ্ঠানে। মোহাম্মদ নাসির আপনাকে দিয়ে শুরু করে কোভিড পরিস্থিতি কি মনে হচ্ছে এবং আমরা জানি যে, কোভিডের কারণে আপনারা যে খাতের সাথে যুক্ত সেই খাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার নানাভাবে সুবিধাও পেয়েছে। আবার এর মধ্যে দিয়ে অন্য অনেক খাতের চেয়েও তুলনায় শঙ্কাটা যেমন বেশি ছিল আবার সুযোগ-সুবিধাও তার চাইতে অনেক বেশি রয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে কাজটা বন্ধ হয়ে যায়নি। ফ্যাক্টরি কিন্তু চালু থেকেছে অনেক ক্ষেত্রেই। আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** ধন্যবাদ আপনাকে জিল্লুর ভাই।
ধন্যবাদ আপনাকে জিল্লুর ভাই। অনেকদিন পর আপনার প্রগ্রামে আবার আসলাম আপনি যেটা বলেছেন প্রথমেই এইযে ক্ষুদ্র একটা জীবাণু করোনার কাছে কিন্তু সারা পৃথিবী আজকে যুদ্ধ ছাড়া অবরুদ্ধ হয়ে আছে। পৃথিবীর সব অর্থনীতি কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে গেছে আপনি যেটা বলেছেন আমরা পোশাকশিল্প কিন্তু প্রতিটা সেকেন্ড কাউন্ট করে করার মত একটি ব্যবসা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট  পণ্যটা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হবে যদি এই সময়টা পার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার

ইয়ার শিপমেন্ট করতে হবে নাহলে আপনার ক্যানসেলেশন  হবার সম্ভাবনা আছে। ক্যান্সলেশন হওয়া মানে একটা অর্ডারে আমার হয়তো প্রফিট হবে ৩ টু ৪ পারসেন্ট কিন্তু আমি রিস্ক নিয়েছে কিন্তু  হান্ড্রেড পারসেন্ট। হান্ড্রেড পারসেন্ট লাইবেলিটি কিন্তু একজন উদ্যোক্তার ঘাড়েই বর্তায়। সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং প্রশাসনকেই যে কোভিদের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো খোলা রেখেছে। আমরা প্রমাণ করেছি বিভিন্ন সময় আমাদের কার্যক্রম দিয়ে যে আমরা যে কোন কমপ্লায়েন্স  মেনে আপনার ওয়ার্ডের বেস্ট রোল মডেল আমরা হয়েছি। বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছি রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে এবং আমরা যেটা প্রথম থেকে বলেছিলাম আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো যদি খোলা থাকে তাহলে আমাদের ইনফেকশন এর রেট কিন্তু সেখানে বাড়বে না। কারণ আমরা সুরক্ষা সামগ্রী করে ডিসটেন্স মেনটেন করে যেভাবে কাজ করতে হয় সে কাজগুলো আমরা সেভাবে করব পাশাপাশি আমাদের আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে আমাদের যে ওয়ার্কার গ্রুপ তাদের বয়স কিন্তু ১৮ থেকে ৩০এর মধ্যে। তাদের কার্যক্রম, সক্ষমতা শারীরিক ভাবে সেই জায়গায় একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। যার কারণে আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলো চালিয়ে রেখেছি চালিয়ে রাখার আমাদের সবচেয়ে বড় বেনিফিট যেটা হয়েছে, যদি আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হতো তাহলে আমাদের এক্সিস্টিং অর্ডারগুলো ক্যানসেল হতে এবং নতুন যে অর্ডার গুলো আসা শুরু হয়েছিল সেই অর্ডারগুলো অন্য কোন প্রতিবেশী দেশে কিন্তু চলে যেতে পারত। যার কারণে আমরা এই বছর গুলো হল টিকে থাকার বছর।  কোনভাবে ফ্যাক্টরিকে রান করা, ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার দের বেতন দেওয়া এবং ফ্যাক্টরিতে বাতি জ্বালিয়ে রাখা এটাই হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই করোনার মধ্যে। যার কারণে ফ্যাক্টরি খোলা থাকার কারণে আমার লস হচ্ছে কিন্তু আমি ভবিষ্যতে আসে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো চালু রেখেছি। যার কারণে আমাদের কমবেশি অর্ডার কিন্তু আসছে বাংলাদেশে  এবং আরেকটা কারন হলো ইন্ডিয়াতে যে পরিমাণের এখন করোনা আক্রান্ত হচ্ছে ইন্ডিয়ার কিছু কিছু অর্ডার কিন্তু বাংলাদেশে আসার একটা সম্ভাবনা  আছে।  আবার যেহেতু মায়ানমারে বিশৃংখলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছেসেখান থেকে কিছু অর্ডার কিন্তু বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। জারকন আমরা মনে করি আগামী দিনগুলোতে অক্টোবর নাগাদ বাংলাদেশের পোশাকশিল্প একটা ভালো জায়গা আসবে বলে আমরা আশা করছি।

**জিল্লুর রহমানঃ** স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা কি মনে হচ্ছে?

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতি এই মুহূর্তে যেটা আছে, আপনি যেটা বলেছেন যথার্থ বাজেটের যদি ২৫ লক্ষ করে প্রতিবছরে আপনার ভ্যাক্সিনেশন করা হয় তাহলে অনেক সময়ে প্রয়োজন হবে সেই সংখ্যা টাকে

বাড়াতে হবে। আমি আসলে আশা করেছিলাম যে এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ টা আরেকটু বেশি হবে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি একটু উদাহরণ দেই আপনাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে যখন দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন আমাদের বিদ্যুতের সক্ষমতা ছিল ৪৯৪২ মেগাওয়াট। আজকে কিন্তু আমাদের বিদ্যুতের সক্ষমতা হলো ২৫,০০০ মেগাওয়াট। এটা উনি প্রায়োরিটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাইরেক্টলি আমাদের স্বাস্থ্যখাত টাকে একটু বিশেষ নজর যদি দেন, এখানে যদি একটু বরাদ্দ বানান তাহলে কিন্তু এই স্বাস্থ্য খাতটা অনেক অনেক উন্নতি লাভ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পাশাপাশি অন্যান্য দেশের তুলনায় ইভেন আমাদের প্রতিবেশী দেশের তুলনায় আমাদের কোভিড পরিস্থিতি এখনো ভালো আছে যদি ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট আইসিটি বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের একটা রিস্ক রয়েছে খুব বেশি সেখানে আমাদের স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। জীবন এবং জীবিকা দুইটাকে কিন্তু একসাথে চালাতে হবে। আপনার জীবিকার জন্য যে জীবনে এই যে জীবন বাঁচানোর জন্য আবার জীবিকার প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সুরক্ষা সামগ্রী নিয়ে এবং আমাদের ডিসটেন্স মেনটেন করে আমরা যদি কাজ করতে পারি তাহলেই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা মোকাবেলা করতে পারব।

**জিল্লুর রহমানঃ** মি. শেখ মোহাম্মদ দানিয়াল একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই কোভিড পরিস্থিতিকে আপনি কেমন দেখছেন এবং সেইসঙ্গে আরএমজি সেক্টর এর প্রভাব কি পড়লে এবং সব মিলিয়ে একদিকে শঙ্কার কথা আমরা শুনি এবং অন্যদিকে সম্ভাবনার কথাও আমরা শুনি আপনার আপনার কি মনে হচ্ছে?

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আসলে নাসির আঙ্কেল যে কথাটি বললেন সোট্রু। এটা ইন্ডাস্ট্রি পালসের কথা বললেন আমরা যদি প্রত্যেকটা সেকেন্ড নিয়ে চিন্তা করি। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা জায়গায় চলে গেছে এখন আমাদের বায়াররা কিন্তু আমাদের পার সেকেন্ড কস্ট জানতে চায় এবং আমাদেরকেও অ্যাকডিংলি ওই অনুযায়ী কাজ করতে হলো। এই অবস্থায় কোভিড যখন গত বছর শুরু হল তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সারা পৃথিবীতেই ব্যবসা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানই অলমোস্ট বন্ধ হচ্ছিল কোন সেই ছিল না। গতবার আপনার প্রোগ্রামের যখন এসেছিল তখন কিন্তু আপনাকে বলেছিলাম যে অনলাইন সেল দ্যাট উই সামথিং নিড টু লুক ইন টু। আর এখন দেখেন আমাদের বায়ার যারা সবচাইতে বড় বায়ার যারা অনলাইন সেলে মুভ করেনি তারা কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমাদের অনলাইন সেলের প্লাটফর্মে ঢোকার জন্য যে ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার এটা আমরা যতটুকু নিচ্ছি

বা নেয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু আরও অনেক কাজ বাকি আছে। কারণ শুধু একটা গারমেন্টস ফ্যাক্টরী যদি অলটাইম প্রোডাকশন করতে চায়। আমি আপনাকে একটা ছোট এক্সাম্পল দেই ধরেন একটা অনলাইন প্লাটফর্ম গুগোল ডট কম ইউটিউবে এটা ম্যাসিভলি ২০১৯ সাল থেকে যদি ২০২১ সাল পর্যন্ত যেয়ার-এন-ইয়ার গ্রোথ দেখেন দে হ্যাভ গন আপ ওভার ৩ হানডেট পারসেন। তারা অর্ডারের প্যাটার্নটা হচ্ছে যেভাবে অর্ডার আসে অ্যাকডিংলি তারা অর্ডারটা প্লেস করে লাইফ অর্ডার প্লেস করে। এটার জন্য কিন্তু আমরা প্রস্তুত নই। আমাদের এখানে ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ার অর্ডার বাংলাদেশে আসছে চায়নার অর্ডার বাংলাদেশে আসছে কিন্তু নতুন রিয়েলিটি যেটা আগামীতে যেটা হবে আমাদের সেটা নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। এখন যে অবস্থায় আছি সেটা কিন্তু কেউই ভালোনা গার্মেন্টস এর দিক থেকে। কারণ সবার কস্ট বেড়েছে। আজকে ওয়ার্কার ফিফটি পার্সেন্ট বাদ দিতে হচ্ছে, সোশ্যাল ডিসটেন্সইং করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন যারা ট্রান্সপোর্ট প্রোভাইড করে ওয়ার্কার দের কে তারা সোশ্যাল ডিসটেন্সইং করার জন্য ডাবলস ক্যাপাসিটির ট্রান্সপোর্ট কস্ট হচ্ছে। সবকিছু মিলেই কিন্তু কস্ট বেড়েছে কোন দিকে কিন্তু কস্ট কমেনি। যে জায়গায় আমাদের সুযোগ আছে অনলাইন সেলস প্লাটফর্মে ঢোকার দিস্কভেরি কি ভেরি ইম্পরট্যান্ট ফর দা ফিউচার সাসটেইনেবিলিটি ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের ওই জায়গায় গভর্মেন্টের যে সব ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা কাজ করি ওয়েদার ইট ইস কাস্টমস, ওয়েদার ইট ইজ ব্যাপজা, ওয়েদার ইট ইস আদার আর্মস অফ দা গভারমেন্ট তাদেরকেও কিন্তু এটার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। এটার সাথে আমেন্ড করে তাদের সার্ভিস প্রোভাইড করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু গভারমেন্ট লেভেলের সব জায়গায় স্যালারি বাড়িয়েছেন এবং ইট ইজ আ ভেরি এফিসএবল থিং। আই রেস্পেক্ট ডেট অ্যাট দা সাম সেম টাইম আই হুইল হোপ অল দিস ওয়ান্ডারফুল অফিসার্স এন্ড এক্সিকিউটিভ অফ গভর্মেন্ট ব্রাঞ্চেস আর ইউ উইল গেট প্রভাইড এগজ্যাক্টলি সার্ভিসেস লাইক দেট। এটা প্রাইভেট অরগানাইজেশন আপনি যখন বেতন বাড়ান আপনি কি এক্সপেক্ট করবেন এট দা সেম টাইম সার্ভিস উইল বি ইম্প্রুভ। একটা ব্যাংকে যদি আপনি কর্মচারীকে বেতন বাড়ানো ২৫%, ১০% ইভেন ৫% ইউ উইল এক্সপেক্টে দা সেম আউটপুট। আমরা ওই আউটপুটকে এক্সপেক্ট করি যাতে ফেসিলিটেটস করে। গার্মেন্টস ট্রেডকে ফ্যাসিলিটেট করে এক্সপোর্ট্র ট্রেডকে ফ্যাসিলিটেট করে। উনারা যদি আমাদের সাপোর্ট দেয় ডেফিনেটলি আমাদের আগামীতে যে চ্যালেঞ্জ আসছে পোস্ট কোভিড কিন্তু একটা নতুন ওয়ার্ল্ড গঠন করবে ইনটারমস অফ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, ইনটারমস অফ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি। ওইটা মোকাবেলা করতে আমরা প্রস্তুত হবো অনলি ইফ ইউ হ্যাভ ইট সাপোট ফ্রম দা এভরিওয়ান।

**জিল্লুর রহমানঃ** এটা নিয়ে যদি আপনি আমাদের একটু ধারণা দিতে পারেন যে কি ধরনের ডিজিটাল প্লাটফর্ম আরএমজি সেক্টর ব্যবহার করতে পারে?

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** দেখেন আমাদের বিজিএমইএ'র বিজিএমইর একটা গ্রেট এচিভমেন্ট ছিল যেহেতু আঙ্কেল এখানে আছেন ইউডি। অনেক আগে যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমি তো ইউডির যখন এটা কাস্টমস এর কাছে ছিল আমি তো এই ট্রেডিশন এর সাথে ইনভলভই ছিলাম না। কিন্তু তখন আমি শুনেছি আমার আব্বার কাছে আমার সুসের কাছে সবার থেকে শুনেছি এই ইউডির পারমিশন নিতে কিন্তু সময় লাগতো দুইদিন, তিনদিন, এক সপ্তাহ সময় লাগতো, ১০ দিনও সময় লাগতো। ওই জায়গায় আমি নিজে কিন্তু এখন ইউডি কমিটিতে আছি চট্টগ্রামে। এবং উই আর চেকিং অল ডকুমেন্টস অনলাইনে। এবং অনলাইনে আমরা দিচ্ছি এই যে প্রাইভেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টর যে ইন্টিগ্রেশন হল ইউডিতে। একইভাবে সব জায়গায় আমরা যখন একটা বন্ডের পারমিশন নিতে চাই একটা নতুন ফেক্টরিতে আপনার তিন মাসেও বন্ডে পারমিশন মাঝে মাঝে পাইনা ইফ ইউ ডু নট নো দ্যা রাইট পিপল। কারণ তার লজ আর ভেরি কমপ্লিকেটেড ইউটিউবে। ইউডির ল টা কিন্তু সিমপ্লিফাই করে এনেছে বিজিএমআই। একইভাবে কিন্তু বন্ডের ল টা যদি ইজি করে আনেন এইযে আপনি যে চায়নাতে ব্যবসা বন্ধ হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রী অনেক কিন্তু ব্যবসা বাংলাদেশে আসবে। উনারা যখন আসবে আমরা বাঙালি আমরা কিন্তু কি আছে না আছে ল আমরা বের করে কিন্তু আমরা শুরু করব। বন্ড ছাড়া কিন্তু আপনি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবেন না। কিন্তু চাইনিজ ইনভেস্টর আসলে ওরা কিন্তু এটা বুঝবে না। সোরা ডিসকারেজ ফিল করবে এবং ওরা কিন্তু চলে যাবে। এভাবে কিন্তু আমরা অনেক ফরেন ইনভেস্টরস হারাবো সো য়াট উই নিড ইজ অ্যা সিস্টেম আমি যদি আজকে একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লিকেশন এর সাথে কি কি লাগবে যেকোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন এর সাথে কি কি থাকবে সেটা ক্লিয়ার থাকতে হবে সিম্পল। এবং এসওপি মেইনটেইন করে আমি যদি এপ্লাই করি আই শুড গিভ ইউ দা টাইম লাইন এতটা মিনিটের মধ্যে এতটা ঘণ্টার মধ্যে আমরা পারমিশন টা পাবো। এই জিনিসটা যদি করা যায় তাহলে কাস্টমসে বলেন যে কোন জিনিসের ক্ষেত্রে বলেন কাস্টমসে এমন না যে মানুষ আমাদের হেল্প করে না কাস্টমসে যারা অফিসে রয়েছে তারা এক্সট্রিমলি ডেডিকেটেড টু ওয়ার্ড গ্রোথ টু আওয়ার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু দা ওয়ে ইট হেস বিন সেটেল আমরা কিন্তু এটা নিয়ে এসেছি ব্রিটিশ আমল থেকে এটাকে এখন ইনোভেট করার দরকার আছে। আমরা যদি গ্লোবাল প্রাক্টিস গুলো দেখি তাহলে আমরা দেখব যে একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রি

সেটেল করার জন্য গভর্মেন্ট রা কি করে এই জিনিসগুলো এখন বাংলাদেশে ইম্প্লেমেন্ট করার সময় চলে এসেছে কারণ আমরা এখন একটা  দেভেলোপিং নেশন।  আর্ণল্ড ইন দেভেলোপিং নেশন। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এনবিআর বা কাস্টমসে আমাদের কিছু করার সুযোগ আছে। যদি বিজিএমই যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছিল একইভাবে উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ থাকে আমি শিওর আমাদের এত ডাইনামিক বিজিএমইএর লিডারশিপ ইট উইল ডু ওয়ান্ডার ফর দ্য ট্রেড।  ইট উইল ডু ওয়ান্ডার ফর দ্য ইকোনমি। এটা একটা সুযোগ করে দেয়ার বিষয়ে।

**জিল্লুর রহমানঃ** এমনি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মধ্যে কোনরকম অবজারভেশন বা শঙ্কা বা ……

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** কোভিড নিয়ে আই এম ওয়ারিড, এক্সট্রিমলি ওয়ারিড। আমরা একটা একটা জিনিস দেখেছি সোশালি গত বছর গতবছর নাম্বার অফ ক্যাসেস এই বছর থেকে অনেক কম ছিল এই সময়। এখন কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। গতবছর ভয়টা বেশি ছিল এই বছর একই সময় আমাদের কিন্তু ভয়টা কমে গেছে। অভ্যস্ত হয়ে গেছি একটা  ইনভেন্সসিলিটি চলে আসছে আমাদের মাঝে। আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমাদের থাকা উচিত না।  ইয়েস কমপেয়ার যদি আমরা করি ভারতের সাথে কিংবা কম্পেয়ার  যদি আমরা করি থাইল্যান্ডের সাথে আমরা ইকনোমিক্যালি এবং সোশ্যাল ইকনোমিক এসপেক্ট দিয়ে আমরা বেটার আছি। আমাদের গ্রোথ কিন্তু এখনো বেস্ট ডিউরিং কোভিড পিরিওড ওয়ান অফ দা বেস্ট ইন দা ওয়ার্ল্ড। এটার ডেফিনেটলি আমাদের জন্য একটা ক্রেডিবিলিটি যে আমরা কবিডের ঝড়টা থেকে খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। কিন্তু আগামীতে কবিডের এন্ডটা আমাদের জন্য  ইম্পর্টেন্ট। ওটার জন্য আমরা টু পার্সেন্ট ভ্যাক্সিনেটর হয়েছি পপুলেশন।  ডেফিনেটলি আমরা ভ্যাক্সিনেশন  বানাই না গভর্মেন্ট ইস লুকিং ফর অল্টারনেটিভ। গভর্মেন্ট ইস লুকিং এভেরিওয়্যার ইন দিস ওয়ার্ল্ড ফর ভ্যাক্সিনেশন। যদি আমরা ভ্যাক্সিনেশন তাকে সিকিউর করতে পারি এবং আমাদের জনগোষ্ঠীর যদি এই জিনিসটাকে নেয় তাহলে আমি বিশ্বাস করি যেভাবে দেশটাকে এগিয়ে আসছে দেশের প্রত্যেকটা মানুষ, সেক্টর এবং কাজ করে আমরা দেখেন  মোর দেন  সিক্স পারসেন্ট আমাদের গ্রোথ হয়েছে। এটা কিন্তু রিমার্কেবল। যদি আমাদের ইকোনমি ডেভলপ হতে পারে এবং আমাদের কোভিড ক্যাসেস কমতে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ইউ হুইল সি অ্যা  ভেরি গুড ফিউচার ইন কামিং ডেইজ। কিন্তু এখন আমাদের কম্প্লেসেন্ট হওয়া যাবে না যেহেতু আমরা একটু ভালো জায়গায় আসছি বা আসার চেষ্টা করছি বা সুযোগ পাচ্ছি এটা নিয়ে আমরা যদি একটু ইজিলি হয়ে যায় যেটা আমি বললাম যে গত বছর এই সময় মানুষ অনেক বেশি ভয় ছিল। মানুষ

অনেক বেশি সেইফটি প্রটোকল মেইনটেইন করত কিন্তু এখন আমি  সেইসব জায়গায় দেখি কিন্তু সেসব জায়গায় সেইফটি প্রটোকল মেইনটেইন করে না বা করতে চায়না। আপনি ইনস্টিটিউশনালি যদি করার চেষ্টা করেন আপনি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি দেখেন আমরা কিন্তু খুব স্ট্রাইক্ট প্রটোকল মেইনটেইন করি। একটা জিনিস সুবিধা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তে আপনি যে বললেন আমরা যেকোন পৃথিবীর কম্প্লাইন ফ্যাক্টরি সাথে আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন। ওয়ার্ল্ডের সবথেকে গ্রীন ফ্যাক্টরি আমাদের দেশে আছে। আমাদের ওয়ার্ক ফর কিন্তু খুবই কম্প্লাইন এই দিক দিয়ে উনারাও কিন্তু জানেন যে যেই জিনিসটা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা কারনে বলা হচ্ছে এবং আমাদের ওয়ার্কাররা কিন্তু কাজ শেষ কাজে পর বাসায় যায় বাসায় গিয়ে কিন্তু তারা মেইনটেইন করছে না হলে কিন্তু আমাদের অনেক  ক্যাসেস হত। ওই হিসাবে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কিন্তু আমরা এত কেইসেস দেখি না যতটা আমরা বাইরে দেখতে পাই। এই জিনিসটার জন্য আমি মনে করি যে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যে কমপ্লায়েন্স টা মন থেকে নিয়েছি জিনিসটাকে যে আমরা এক্সেপ্ট করে নিয়েছি যে ইট ইজ নট জাস্ট আ পেপার ওয়ার্ক। ইট ইজ নট জাস্ট আ স্যান বক্সিং এটা কিন্তু আসলেই আমরা রিয়েলিটি হিসেবে নিয়ে নিয়েছি এটা একটা প্রমাণ। কবিডের সময় কিন্তু আমরা সব প্রটোকল মেইনটেইন করে আপনি যে কোন একটা  গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যান, এক্সপোর্ট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যান আপনি দেখবেন কিভাবে সেফটি প্রটোকল মেনটেন করে। এবং এটার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে সরকারকে এবং বিজিএমইএ কে যে এত সুন্দর ভাবে এটা পরিচালনা করেছে।

**জিল্লুর রহমানঃ** মোহাম্মদ নাছির একটু আমাকে বলবেন যে, কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ এবং অল্প কয়েকটা দেশ শুরুতেই পেয়েছেন তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সবাই প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু এখন ভ্যাকসিনের যে হা-হুতাশ করতে হচ্ছে সেটা কেন করতে হচ্ছে আর বিজিএমইএর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন নেতৃত্বে ছিলেন যেটি দানিয়েল বলছিলেন যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বা ডিজিটাল প্লাটফর্মে ব্যবহার আসলে বাড়াতে হবে বেশ পিছে চলে গেছে। সেখান থেকে আপনারা কি চিন্তা-ভাবনা করছেন বা করেছেন?

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** প্রথমে  দানিয়ালকে ধন্যবাদ জানাই যে অনলাইন প্লাটফর্মে যে সেলস সেখানে কিন্তু আমাদের সক্ষমতা খুব কম এখন। এখন কিন্তু পৃথিবীতে যে কোন পরিস্থিতিতে আপনার অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমি দেখেছি যে প্রোগ্রামগুলো তো আপনার কেস কিন্তু এখানে আসে নাই। আপনি কিন্তু বাসা থেকে সংযুক্ত হয়েছেন। এটা কিন্তু ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিজের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এখন কিন্তু বায়ারের সাথে যেতে হচ্ছে না অনলাইনে কিন্তু মিটিং হচ্ছে।

অর্ডারগুলো প্লেস হচ্ছে সেখানে সবচেয়ে বড় ইম্পরট্যান্ট হল আমাদের অনলাইন সেলটা বাড়াতে হবে। এ ক্যাপাসিটি আমাদের বিল্ড আপ করতে হবে এটা বিজিএমইএ থেকে সহযোগিতা নিয়ে আমাদের মেম্বারের যদি এগিয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেখানে  কসট ও কমে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এবং সেকেন্ড যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন কবিতা বাংলাদেশ কিন্তু সবার আগে উদ্যোগ নিয়ে ট্রিমেন্ডাস লি অনেক উন্নত দেশের আগে বাংলাদেশে কিন্তু ভ্যাক্সিনেশন শুরু হয়েছে। সে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল ইন্ডিয়ার সাথে এগ্রিমেন্ট করে হঠাৎ করে তারা যে এগ্রিমেন্ট টা যেটা নরমালি হয় তাদের এখানে যখন প্রবলেম হলো তারা ...

**জিল্লুর রহমানঃ** তার মানে কি আপনি অন্যান্য সোর্স ব্যবহার করতে চাননি শুধু এক জায়গায় নির্ভর করতে যাচ্ছেন।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** এক জায়গায় নির্ভরশীলতা ইজ অলওয়েজ রিস্কি। আপনার মাল্টি কয়েকটা জায়গায় যদি এগুলা থাকতো তাহলে কিন্তু এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে না। এখন আমি দেখব কালকে আমি দেখলাম মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলছেন যে, অ্যাস্ট্রোজেনেকার  ১০০০০০ কিছু ভ্যাকসিন চায়না থেকে আসবে চেষ্টা করতেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসার জন্য। সরকার সেই মোতাবেক বাজেটে কিছু টাকা অর্থ বরাদ্দও রেখেছে আমি যট্টুক দেখলাম যেন করোনাকে ফেইস করতে পারে কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী এটা অপ্রতুল আরো অনেক বেশি এখানে রাখা প্রয়োজন ছিল। জাতীয় কোভিড মোকাবেলা করে, পোস্ট কোভিড যে আমাদের অর্থনীতি হবে সেখানে যে সমস্যাগুলো হবে সে সমস্যা গুলো  হবে সেই সমস্যাগুলি যেন আমরা ফেস করতে পারি। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের জনগণ কিন্তু এখন অসুস্থ হয়ে গেছে। আপনার  মাস্ক কিন্তু অনেকেই পড়ছে না হয়তো  প্রপারলি সেনেটাইজ করছে না। এবং ইন্ডিয়া পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর রয়েছে সেখানে সংক্রমণের হার অনেক বেড়ে গেছে। এই সংক্রমণের হার যদি ঢাকায়  কিংবা অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়ে তাহলে একটা বিপদজনক অবস্থা বাংলাদেশের জন্য হতে পারে। আমরা যেটা দেখেছি একটা সময় চট্টগ্রামে আমরা দেখেছি একটা বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপে দুই ভাইকে শেয়ার করে কিন্তু  মাস্ক কিনবা  অক্সিজেন দিতে হয়েছে সেই অক্সিজেন সক্ষমতা আমাদের হসপিটালে ছিল না। সেখান থেকে গ্রাজুয়েটি আস্তে আস্তে অনেক  জায়গায় ইমপ্রুভ করেছে। হাই ফ্লও ক্যানুইয়াল লজি অনেকগুলো হাসপাতালে ছিল না সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আনা হয়েছে এবং অক্সিজেনের স্বল্পতা ছিল সেই অক্সিজেন গুলো কিন্তু এখন সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে আবার ঐদিন দেখলাম যশোরে কিন্তু অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখলাম। এখন এই পর্যায়ে অক্সিজেন কিন্তু কেন  শট হবে সেটা কিন্তু খতিয়ে দেখতে হবে কারণ অক্সিজেন না থাকলে একটা লোকের

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অক্সিজেন তারপর ভেন্টিলেশন হল পরবর্তী ধাপগুলো সেখানে কিন্তু আমাদের কোন রোগী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অক্সিজেনের কারণে আবার হাই  ফ্লু ণেজেল ক্যানোলা যেটা আছে সেটার কারনে যেন কোন রোগীকে আমার মৃত্যুবরণ করতে না হয়। এই জিনিস গুলো দেখা দরকার। আমি প্রথমেই যেটা বলছিলাম এই স্বাস্থ্য খাত থেকে সম্পূর্ণ প্রায়োরিটি দিয়ে যেন এগিয়ে যেতে পারে আমরা দেখেছি আপনি আরও অনেক ভাল বলতে পারবেন আপনি অনেক লোকের সাথে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার,  আর্মি, বিভিন্ন লোকের সাথে প্রোগ্রামের মাধ্যমে কথা বলেন। আপনার আমাদের হসপিটালে যে ইন্সট্রুমেন্টের প্রয়োজন নাই সেই ইন্সট্রুমেন্ট কিন্তু নিয়ে আসা হচ্ছে অনেক লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে। টেকনিশিয়ান নাই। এই মেশিনগুলো উপজেলা পর্যায়ে চলে গেছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা কিন্তু আনা হচ্ছে না ইনপুট করা হচ্ছেনা। ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে না। সেই জায়গাটা যদি প্রপারলি নজর দেয়া হয় অবশ্য হেলথ মিনিস্টার চেষ্টা করছে,  স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চেষ্টা করছে আমি বলব না যে চেষ্টা করছে না। অনেক যুদ্ধ করেছে গত এক-দেড় বছরে শুরু থেকে। এটা কিন্তু কারো কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা।  দেখেছে একটা সময় আমেরিকাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প অসহায় ছিল।

**জিল্লুর রহমানঃ**উনি স্বীকার করতে চাইনি। সমস্যা তো সেটি আপনি যদি তারমধ্যে তো এটি একটি বড় সমস্যা হবে উনি স্বীকার করতে চায় নি।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** স্বীকার করতে চায়নি। একটা সময় অনেক প্রোগ্রামে সে কিন্তু মাস্ক পরতে চায়নি সেটাও আমি দেখেছি। ইতালি প্রাইম মিনিস্টার বলল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার কোন কিছু করার নেই। আপনার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলল মিরাক্কেল করার মত আমার কাছে কোন ক্ষমতা নাই সেই জায়গাটার মধ্যে সারা পৃথিবী কিন্তু এমন একটা ঝাঁকুনি দিয়েছে এই করোনায়। সেখান থেকে আমি মনে করি বাংলাদেশে অনেক ভালো হবে সেটা ফেইস করার চেষ্টা করেছে। এখন কোন লং টার্মে কোভিড পোস্ট যেন আমরা যদি টিকে থাকতে পারি, আমাদের হসপিটালগুলো, আমাদের স্বাস্থ্যখাতকে আমরা যারা  ইউকিউব করতে পারি, প্রয়োজনীয় ইন্সট্রুমেন্ট গুলো জেনো হসপিটালে থাকে। যেগুলো অপ্রয়োজনে সেই জিনিস গুলো জানান আনা হয়। বিভিন্ন কমিশনের কারণে যেরকম ইন্সট্রুমেন্ট গুলো আনা হতো সেগুলো জানান আনা হয়। আমাদের স্বাস্থ্যখাতকে সবথেকে প্রায়োরিটি দিয়ে আমাদের দাঁড়ানোর জন্য আমি যেটা উল্লেখ করেছিলাম যে আমাদের একটা সময় ইলেকট্রিসিটির জন্য আমরা হাহাকার করতাম। আমাদের গ্যাসের জন্য একটা বিরাট সমস্যা ছিল কিন্তু এই সমস্যাগুলো

কিন্তু অনেকাংশে কমে গেছে এখন আমাদের ফ্যাক্টরিতে জেনারেটর খুব একটা বেশি চালাতে হয় না ইলেকট্রিসিটি থাকার কারণেই জায়গাটি ইমপ্রুভ করেছে অনেক। সেইখান থেকে আমি মনে করি একটা সময় হেলথ সেক্টর যদি প্রপারলি এটাকে এডড্রেস করা হয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয় আমাদের জনগণ যে জনগণের ট্যাক্স দিয়ে সরকার চলে জনগণ যেন ভাল স্বাস্থ্য সেবা চায় মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটা সেটা যেন পায় আমি মনে করি সরকার কাজ করবে।

**জিল্লুর রহমানঃ** স্বাভাবিকভাবে বাজেট কেমন হলো এবারের মত?

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** বাজেট আমি বলবে এটা ব্যবসা-বান্ধব একটা বাজেট হয়েছে। এখানে ৬ লক্ষ...

**জিল্লুর রহমানঃ** অনেকেই তো বলছেন যেখানে ব্যবসা মানে বড়দের ব্যবসা

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** না আমি এটা শুধু বড়দের বলব না কারন হল কারণ হলো যে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে সেটা আপনার নিচে থেকে উপর পর্যন্ত প্রতিটি...

**জিল্লুর রহমানঃ** যে পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে সেখানে নিচের দিকে প্রণোদনা পাওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ**না গত বছরের বাজেট আপনার দেখেছেন পেয়েছে। ভিক্ষুক থেকে শিল্পপতি পর্যন্ত সবাই পেয়েছে।

**জিল্লুর রহমানঃ** সেটা আপনি ধরেন থোক একটা টাকা...

**মোহাম্মদ নাছিরঃ**না এক লক্ষ কোটি টাকার যে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু সবাই ইকোয়ালি পেয়েছে কই? গতবারের বাজেটে। এবারের বাজেটে যেটা আমি মনে করিযে কর কমানো হয়েছে কর্মসংস্থান বাড়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের।

**জিল্লুর রহমানঃ**বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান হবে কোথায় দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি তো খুব একটা ইতিবাচক না।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** না শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই বিনিয়োগ হচ্ছেনা। বেকার হচ্ছে লোক। দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষ চলে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতেই নট অনলি বাংলাদেশে। আমরাতো উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু উন্নত দেশেও কিন্তু একই

পরিস্থিতি হয়েছে। আমি যেটা বলছি যে চেষ্টা করছি যেন ইনভেসমেন্ট হয়। ইনভেস্টমেন্ট হলেই তো কর্মসংস্থান হবে বিনিয়োগ তাহলেই তো এখানে লোক আপনার হতে পারবে। যেটা আঙ্কেল বলছিলো দানিয়াল যে আমাদের এখানে চায়না থেকে অন্যান্য দেশ থেকে ইনভেসমেন্ট হওয়ার একটা সুযোগ আছে কিন্তু আমলাতন্ত্রের জটিলতা যেটা আছে সেখানে যদি আমরা ওয়ানস্টপ সার্ভিস নিয়ে না আসতে পারি। আমার এখানে একটি ইনভেস্টর এসেছি দুয়ারে দুয়ারে একটা ইলেকট্রিসিটি পারমিশনের জন্য  ঘুরে , গ্যাস কানেকশন এর জন্য ঘুরে তখন সে খানার ইনভেস্ট করবে না। সেই জায়গাটায় আমাদের সহজীকরণ করতে হবে ইজ ডুইং বিজনেস আমরা যে পিছিয়ে আছি সেখানে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের আজকের যে বাজেট ৩৩০ বিলিয়ন ডলারের আমাদের যেই জিডিপি সাইজ  সেখানে কিন্তু ২২% এরমত আমাদের যে বাজারটা করা হয়েছে এটা বেশি বড় আহামরি কিন্তু না কিন্তু এখানে যে ঘাটতিটা রয়েছে সেটা  একটু বড় চ্যালেঞ্জ এবং রেভিনিউ আহরণের যে চিত্রটা দেয়া হয়েছে এটা কিন্তু রেভিনিউ যে আহরণ করার বা আদায় করা সেটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। পাশাপাশি আপনাদের যে মেগা প্রজেক্ট গুলো যে প্রজেক্টগুলো চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ আমরা সবাই বলছি এখন অদম্য অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশ যে প্রজেক্টগুলো কিন্তু থেমে নেই।  আমি  কিন্তু আমার বাসা উত্তরা আসা যাবার সময় আমি দেখি যে থার্ড ফ্রেজে জে এয়ারপোর্টে যে কাজ চলছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমার মনে হয় ডে-নাইট কাজ করছে ওয়ার্কাররা। উঠে যাচ্ছে আপনার  ইয়াটা। পদ্মা ব্রিজ শেষ পর্যায়ে চলে গেছে। মাতারবাড়িতে আপনার যে প্রজেক্ট টা হচ্ছে সেটা, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়ে গেছে, মেট্রোরেল শেষ হয়ে গেছে এগুলোতে সরকার প্রচুর ইনভেসমেন্ট করছে। উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের জন্য এগুলো বেনিফিট তো আমরা জনগন আমরা সবাই তো  পাব। মেট্রোরেল যদি শেষ হয়ে যায় অনেক লোকের তো গাড়ি ব্যবহার করতে হবে না।  ট্রেনে কিন্তু আপনারা চলে যেতে পারবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এটা কিন্তু একটা সময় আমাদের জন্য স্বপ্ন ছিল।  এই স্বপ্ন কিন্তু বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের জনগণের জন্য করে দেখিয়েছেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন উনাকে হায়াত দারাজ করুন ভবিষ্যতেও আরো বড় বড় প্রজেক্ট গুলো আমাদের দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উনি করতে পারে।

**জিল্লুর রহমানঃ** দানিয়াল আপনার কি ধারণা বাজেট কেমন হলো বা বিশেষ কোনো মন্তব্য বা অবজারভেশন?

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** আমি আঙ্কেলের সাথে একমত বাজেটে ব্যাপারে বাজেট আসলে বিজনেস ফ্রেন্ডলি। এটা বিজনেস ফ্রেন্ডলি। সব লেভেলে বিজনেস ফ্রেন্ডলি হচ্ছে কিন্তু কিছু সেক্টর হয়তো বাদ পড়ে যাচ্ছে এরকম হেলথ সেক্টর এ কথা আপনি বললেন। হেলথ সেক্টরের ব্যাপারে আমি মনে করি আইএম নট ইন এক্সপোট অন হেলথ সেক্টর বাট টু মাই নলেজ যদি আপনি দেখেন পৃথিবীর যেকোনো ইউনিভার্সাল হেলথ প্রোভাইডার যারা আছেন আফ্রিদি দেখেন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া হেস দা বেস্ট হেলথ সেক্টর ইন দা ওয়ার্ল্ড। সুইজারল্যান্ড, সাম অফ দা ইউরোপিন কনট্রিজ এগুলো হেলথ সেক্টর কিন্তু খুবই ভালো। আমেরিকার হেলথ সেক্টর খুবই পোর একটা হেল্প সেক্টর। কারণ আমারিকার হেলথ সেক্টর হচ্ছে কমপ্লিটলি প্রাইভেট হেলথ সেক্টর। আর অস্ট্রেলিয়ার মডেলটা যদি দেখেন, ক্যানাডার মডেলটা যদি দেখেন ইউরোপিয়ান মডেল যদি আপনি দেখেন এগুলো কিন্তু প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ একটা মডেল। আবার রাশিয়াতে যদি আপনি দেখেন এটা কিন্তু খুবই পর এটা কিন্তু এটা কিন্তু কমপ্লিটলি পাবলিক সেক্টর। এই জায়গায় আমাদের বুঝতে পারা উচিত যে পাবলিক সেক্টর উপর যদি আমরা কমপ্লিটলি রিলাই করি হেলথকেয়ার এর জন্য তাহলে কিন্তু ফেইলিওর আমরা দেখব এবং আবার কমপ্লিটলি যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টর বা পাবলিক সেক্টর যেকোন একটাতে থাকি তাহলে আমরা কিন্তু ফেল করব। আমাদের এখানে একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ থাকতে হবে যেটা অস্ট্রেলিয়াতে করা প্রাইভেট হসপিটালে আপনি যেতে পারবেন। যার যেখানে ইচ্ছা সেখানে এসে যেতে পারবে। আজ লং এ গভর্নমেন্ট প্রাইভেট মেডিকেল ইন্সুরেন্স তার কাছে থাকে। মেডিকেয়ার বলে যেটা গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করে ইফ ইউ আর টেক্স পেয়ার আপনি মেডিকেয়ার পাবেন। আপনি যদি ওয়েলফেয়ারে থাকেন তাও আপনি ট্যাক্স পাবেন। দেশের মানুষ টেক্স পে করছে এটা কিন্তু ডাইরেক বেনিফিট দেশে মানুষ পাবে এবং কিভাবে থ্রু ইন্সুরেন্স। একটা ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার ইন্সুরেন্স করেছে যেটা ওবামা চেষ্টা করেছিল ওবামা কেয়ার এবং অনেকটা সাকসেসফুল হয়েছে এটার ভ্যালিউ কিন্তু এই প্যান্ডেমিকে বুঝা গেছে। প্যানডেমিক এর যদি খারাপ সিচুয়েশন থেকে ওয়েস্ট সিচুয়েশন না হয়ে থাকে ইস অনলি বেকজ অফ ওবামাকেয়ারের এক্সজিসটেন্স । এখন এই জায়গায় আমাদের চিন্তা করতে হবে ইনোভেটিভ আমরা শুধু বাজেট বাড়ালেই সম্ভব না। ইন্ডিয়া হ্যাস আ ভেরি মেসিভ বাজেট হেলথকেয়ার এর জন্য। ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দা লারজেস্ট প্রডিউসার অফ ভ্যাকসিন, ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দা লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ মেডিসিন। কিন্তু ইন্ডিয়া ইজ গোইং টু দ্য ট্রাবেল কারণ ওদের মডেল আর আমাদের মডেল অনেকটা সিমিলার। আপনি কিন্তু চিন্তা করে দেখুন। মেজরিটি অফ হেলথকেয়ার প্রোভাইডার ইস অ্যা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন। একটা

প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন ক্যান নট ফিক্সড ডা প্রাইস অফ সার্টেন সার্জারি। ইট হেস টু বি ইউনিভার্সেল। সার্ভিস প্রোভাইড করে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন নো প্রবলেম বাট এলিমেন্ট হেস টুবি  ইউনিভার্সেল। এই জায়গাটা আমি জানিনা যে আমাদের স্বপ্ন দেখা সহজ হবে কিনা কিন্তু আমরা এতকিছু সুন্দর দেখছি দেশে। আঙ্কেল এতগুলো মেগা প্রজেক্ট এ কথা বললেন। আমাদের চট্টগ্রামে অনেকগুলো মেগা প্রজেক্ট  হচ্ছে। আপনি এয়ারপোর্টে আগে যাওয়া কত সময় লাগতো এখন

**মোহাম্মদ নাসিরঃ** এয়ারপোর্ট থেকে লালখান বাজার এটা কিন্তু আগে ১৬ কিলোমিটার লাগতো। চিটাগাং থেকে কক্সবাজার ডাইরেক রেললাইন হচ্ছে। কর্ণফুলীতে টানেল এটা কিন্তু অলমোস্ট হয়ে গেছে।

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** আমি যখন চট্টগ্রামের ল্যান্ড করি বা টেক অফ করি তখন কিন্তু আমি  কর্ণফুলীর কাজটা  দেখি। এটা ম্যাটার অফ  প্রাইড ফরাস এত বড় বড় প্রজেক্ট যদি আমরা করতে পারি ডেফিনেটলি আমরা ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার আমরা পারব। ওই দেশের মানুষ এখানে সবকিছু সম্ভব আমাদের রানা প্লাজা পরে ওয়ার্ল্ডের  সবথেকে কমপ্লাইন  ফ্যাক্টরি আমাদের এখানে হয়েছে। তাহলে কেন আমরা ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার  পারব না নিশ্চয়ই  পারব যদি আমরা পাবলিক প্রাইভেট সেক্টর এখানে একসাথে কাজ করি তাহলে এটা সম্ভব ইট ইস পসিবল। ইন টার্মস অফ আদার ইন্ডাস্ট্রিজ যেটা বাজেটে বাইরে রয়েছে আমি মনে করি ইনস্যুরেন্স সেকটর এখানে বাজেটে বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশ ইন্সুরান্স সেক্টর অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিস্টার শেখ কবির সাহেব তিনি অনেক ভালো কিছু প্রপোজাল দিয়েছিল যেটার মাধ্যমে আমরা ইন্স্যুরেন্সের আওতায় অনেক মানুষ কে আনতে পারি। এই সময় যখন একটা প্যানডেমিক চলছে আপনি দেখেন সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আমরা উই সসো আ
গ্রোথ অফ ওভার থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইয়ার এন্ড হেয়ার গ্রোথ। কারন মানুষ এখন ভয়ে আছে হোয়াট ইজ সামথিং হ্যাপেন্ডস টু বি। হোয়াট উইল টেক কেয়ার অফ মাই ফ্যামিলি। এই জায়গাটাতে আমরা যখন ফুল পেমেন্ট টা করি গ্রাহককে এখানে কোন ট্যাক্স থাকার কোন মানে নেই। হেলথ ইন্সুরেন্সরে সোর্স  টেক্স থাকার কোন মানে নেই। পৃথিবীর কোন দেশে নাই। হেলথ ইন্স্যুরেন্স সোর্স টেক্স থাকা আমার মতে এই যুক্তিটা কিছুটা কম। এই জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউশন অনেক কাজ করেছে হয়তোবা এইবার বাজেটে এসব জিনিস রাখে নাই হয়তোবা আগামী টা থাকবে। আমার আশা থাকবে ইনস্যুরেন্স  সেক্টরকে সরকার যেভাবে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরকে ভালোভাবে দেখে একইভাবে ইনস্যুরেন্স সেকটর কে আমরা দেখব কারণ এটি আরেকটা সেক্টর যেখানে অনেক

এম্প্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করা অপরচুনিটি আছে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমরা ২০১৩ সালে শুরু করি আঙ্কেল তখন বিজিএমইতে ছিলেন এবং বিজিএমইএতে তখন আঙ্কেলের সাথে এবং আতি আংকেল তখন প্রেসিডেন্ট আমরা বিজিএমইএর মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড এর সবচেয়ে বড় গ্রুপ ইন্সুরেন্স কিন্তু করি । বিজিএমইএর মাধ্যমে ৪৪ লাখ সরকারের আমরা কিন্তু গ্রুপ ইন্সুরেন্স করি। এই কোম্পানি এখন২০১৩ তে শুরু হয়ে এখন আইপিউতে এসেছে এবং এই অবস্থা আমাদের ১৪ অ্যাক্টিভ ইমপ্লয়ী আছে কম সময়ের মধ্যে। যেগুলো বড় কোম্পানি আছে দশ বিশ পঁচিশ বছর ধরে লাখ খানেক এর উপর তাদের ইমপ্লয়ী। এটাও কিন্তু খুব বেশি একটা কিছু না আমাদের পেনিটেশন মার্কেটে মাত্র ৪%। যদি পলিসিগত ভাবে আমাদের সাপোর্ট দেয়া হয় যদি আপনি ইন্ডিয়াতে দেখেন প্রিমিয়াম যেটা দেয়া হয় লাইফ ইন্সুরেন্স এটা কিন্তু টেক্স ডিটেকটিভ। হান্ডেট পার্সেন্ট ট্যাক্স ডিটেকটিভ আমরা যদি একই পলিসিটা করি বাংলাদেশের কারণ আপনি টেক্সটা দিয়ে আপনি ওয়েলফেয়ার কিনে নিচ্ছেন একইভাবে আপনি টেক্সটের মাধ্যমে আপনি ইন্স্যুরেন্সের ওয়েলফেয়ার টা কিনে নিচ্ছেন। এই ওয়েলফেয়ারটা যদি আমরা ট্যাক্সেবল না করি। ইন্সুরেন্স ইজ ওয়েলফেয়ার বাই প্রাইভেট সেক্টর। এটাকে যদি আমরা ট্যাক্স এবং না করি তাহলে কিন্তু অনেক বেশি বীমাকর্মী সংখ্যা বাড়বে বাংলাদেশ এবং মানুষ অনেক বেশি সেইফ থাকবে। একটু সেক্টর আমার মনে হয় আমার জ্ঞানে যেটা ধরে এডুকেশন সেক্টর। এডুকেশন সেক্টরটা অলরেডি গ্লোবালি খুব এফেক্টেড এক্সট্রিমলি এফেক্টেড। আমার বাচ্চা আছে সে ঘরে বসে অনলাইনে ক্লাস করছে বাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অনলাইন ক্লাস। কারণ আপনি প্র্যাকটিক্যাল টিচারের সামনে বসে যে কমিউনিকেশন টা এটা তো আপনি অনলাইনে হচ্ছেনা। আপনার পাশে স্টুডেন্ট বসে আছে আপনার বন্ধু বসে আছে যে ইন্টারেকশন টা হচ্ছে সেটা কিন্তু হচ্ছে না। যখন বাচ্চারা স্কুলে ফেরত যাবে তখনো কিন্তু একটা বড় ধাক্কা আসবে। সো স্কুলের জন্য, স্কুলের সেফটির জন্য, স্কুলের বাচ্চাদের সেফটির জন্য আমার মনে হয় বাজেটে কিছু সুযোগ-সুবিধা রাত্রে হয়তো ভালো হতো। এবং ভ্যাটের যে ইস্যুটা আসছে এডুকেশনের ওপর ভ্যাট নেগেটিভ এসপিরেশন ক্রিয়েট করবে এমাং দোজ হু এডুকেশন ইজ নট রিয়েলি আপ টুঁ প্রিভিলেজ। সবার জন্য কিন্তু এডুকেশন প্রিভিলেজ না। যাদের জন্য এডুকেশন টা আসলে প্রিভিলেজ না তাদের জন্য ডেফিনেটলি চিন্তা করা উচিত। এডুকেশন শুড বি আ রাইট। ইট শুড নট বি প্রিভিলেজ ফর এনিওয়ান। ইট শুড বি আর রাইট ফর এভরিওয়ান। এটা এমন একটা জায়গায় যেটা লাইক সেইভিং ফর ইউর ফিউচার। আজকে যে বাচ্চারা পড়াশোনা করছে এটা তো আগামীকালকে লিডার হবে। আঙ্কেলের সাথে থেকে তো আমরা কাজ শিখি। আঙ্কেলরা যেসব কাজ করে আসছে। বিজিএমই এর

যেসব কাজ পাস করে আসছে ওগুলোর থেকেই তোমরা  এক্সপেরিয়েন্স  নেই। এনিয়ে ইউ মুভ ফরওয়ার্ড এখন আঙ্কেলরা আমাদের উপর  ইনভেস্ট করেছে বলেই আমরা সাসটেইন করছি। এখন আমরা  ট্রেডে আছি একইভাবে যদি আপনি দেশের কথা চিন্তা করেন আমাদের বাচ্চাদের উপর যদি আমরা ইনভেস্ট না করি তাহলে আগামীতে আমরা কি এক্সপেক্ট আমাদের বাচ্চা বড় হয়ে কি করবে। এই জায়গাটা এই বাজেটের না থাকলেও আগামী বাজেটে থাকবে এটাই আমার আশা এবং এটাই আমার প্রত্যাশা।

**জিল্লুর রহমানঃ** মিস্টার নাসির…

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** আমাদের যে ইনভেস্টমেন্ট খুব ভালো আমাদের সন্তানদের প্রতি এটা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি।

**জিল্লুর রহমানঃ**উনি তো স্পেসিফিক একটা খাতের কথা বলেছে।।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** শিক্ষাখাতের কথা বলেছে। আমিও দেখি আমার বাচ্চারা যারা ছোটো আছে তারা অনলাইনে ক্লাস করছে। অনলাইনে গিয়ে স্কুলে গিয়ে যেভাবে ক্লাসটা হয় সহপাঠীদের সাথে বসে সেভাবে হয় না। তারপর প্যানডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে তো করতেই হবে অল্টারনেটিভ কিছু নাই। সব খোলা রেখে শুধূ স্কুল টা বন্ধ রাখে এটা আবার…
**জিল্লুর রহমানঃ** সেটাই এখন সবাই বলছে।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** অলমোস্ট কিন্তু সব কিছু খোলা আছে কিন্তু স্কুলটা ধাপে ধাপে যদি খুলে দেয়া হয় ইউনিভার্সিটির গুলো…

**জিল্লুর রহমানঃ** সুরক্ষা নিশ্চিত করে…

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** সুরক্ষা নিশ্চিত করে করতে হবে। সুরক্ষা নিশ্চিত করে ভ্যাকসিনেশন করে সেটা যতটুক খুলে দেওয়া যায় তাহলে আমাদের শিক্ষার যে অগ্রগতি ও শিক্ষার যে হারটা সে ভাবে বাঁচতে পারতো এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আমি যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কথা বলি তারা কিন্তু খুলে দিয়েছে। স্কুল-কলেজ কিন্তু খুলছে চলছে কাজ করতেছে হয়তো তারা প্রপারলি মেন্টেন করছে।

**জিল্লুর রহমানঃ** বাচ্চাদেরও যাদের পক্ষে ভ্যাকসিনেশন দেয়া সম্ভব তাদের ভ্যাক্সিনেশন আওতায় নিয়ে আসছে।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** আমাদের এখানেও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলল যে, ইউনিভার্সিটি লেভেলে প্রথমে ভ্যাক্সিনেশন করে তারপর খুলে দেয়া হবে। যদি এটা একটা ভাল উদ্যোগ সেভাবে করতে পারলে সেটা একটা ভাল উদ্যোগ। না হলে শিক্ষারহার এই বছর গুলোতে তাদের মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। এই লেখাপড়া যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেভাবে করতে পারছেন না। আরেকটা বিষয় ইন্স্যুরেন্সের কথা বলেছেন…

**জিল্লুর রহমানঃ** মানে আমি আপনাকে এই প্রশ্নটা আপনি বলবেন বাংলাদেশে আসলে ইনস্যুরেন্স সেকটর টাটা ইন্সুরান্স সম্পর্কে মানুষের আগ্রহটা তৈরি হচ্ছে না কেন?

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** এই জিনিসটা হল একটা সময় ছিল

**জিল্লুর রহমানঃ** বা সরকারের দিক থেকে পলিসি সাপোর্টের কথা দানিয়েল বলছিলেন সেটি আসলেই অর্থবছরের নাই মানে এক ধরনের অবহেলা মধ্যেই আছে পৃথিবীর সব জায়গায় কথায় কথায় ইন্সুরেন্স। গাড়ি বলেন, ব্যবসা বলেন, হেলতে বলেন, লাইভ বলেন…

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** আমি ইন্সুরেন্স নিয়ে বিশেষ করে ওয়ার্কার ইন্সুরান্সের হেলথ ইন্সুরেন্স নিয়ে অনেকগুলো জায়গায় বিদেশে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমি নিজের জার্মানিতে গিয়েছিল যার ল্যান্ডের জেনেভাতে গিয়েছি বিভিন্ন মিটিংয়ে সেখানে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার ইন্সুরেন্স যারা অনেক ক্ষেত্রে যারা সাধারন নাগরিক তাদেরতো প্রভিডেন্ট ফান্ড বা সরকারের পক্ষ থেকে কোন ফেসিলিটি কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবে নাই সেই জায়গাটায় আমাদের হেলথ ইন্সুরেন্স টপ পপুলার করা যায় মানুষ যদি আস্থাশীল হয়। হচ্ছে কিন্তু। একটা সময় ছিল মানুষ মারা গেলে তার টাকা বা বেনিফিটটা কখনোই পেত না এখন কিন্তু অনেকাংশে পাচ্ছে যেটা দানিয়েল বলছিল যে সরকার যদি এখানে কোন ট্যাক্স ইম্পজ না করে তাহলে জনগণের জন্য উপকার হবে। একটা ফ্যামিলি যখন হঠাৎ করে একটা লোক মারা যায় হয়তো তার কিছুই নাই যখন ইন্সুরেন্স থেকে কিছু টাকা পায় তখন কিন্তু সে দাঁড়াতে পারে। স্বাবলম্বী হতে পারে তার ছেলেমেয়ে বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে। এই সুযোগটা কিন্তু তখন তৈরি হয় যত বেশি অল্প টাকায় হোক যদি একটা ইন্সুরেন্স করা যায় যদি একটা পেনশন স্কিল করে যায় তাহলে যে কোন ফ্যামিলির জন্য মানুষের জীবনে অ্যাপস এন্ড ডাউন থাকে যেকোনো লোকের জন্য ভালো সময় খারাপ সময় আসতেই পারে তখন কিন্তু ইনস্যুরেন্স বা পেনশন স্কিম যারা করছে এগুলো কিন্তু মানুষের প্রত্যাহিক জীবনে

অনেক বেশি উপকারে আসে। এখন দেখা যাবে যে ইন্স্যুরেন্সকে যত বেশি পপুলার করা  যায় আমাদের জনগণ যেন করে হেলথ ইন্সুরেন্স টা করে এবং তখন ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলো তাদের যে ক্যইলমটা যদি প্রপারলি না দেয় তাহলে কিন্তু এই গ্রহণযোগ্যতা টা

**জিল্লুর রহমানঃ** এটার একটা বক্তব্য আছে দানিয়াল হয়তো পরের বার বলবেন যে ইন্সুরেন্স অর্থ পাওয়া সেটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই জটিল মনে করেন...

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** মনে করবে কারা এটাতো প্র্যাকটিক্যাল আমি বলতেছি বিশেষ করে জেনারেল ইন্সুরেন্স আমি দেখেছি এমনিতে বিজেএমই তে থাকা অবস্থায় যতগুলো ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের ফ্যাক্টরি কিন্তু ইন্সুরেন্স করা থাকে ফায়ার ইন্সুরেন্স করা থাকে। আমি এই পর্যন্ত একটা ফ্যাক্টরি মনে হয় ১২ বছর শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সে এখন পযনত ক্লেইম পায় নাই। হয়তো একটা সময় দেখা যাবে এই লোকটা মারা যাবে কিন্তু তার ক্লেইমের কোন সুরাহা হবে না সেই জায়গাটা আমি মনে করি দানিয়াল যেহেতু দুইটা ইন্স্যুরেন্সের সাথে হচ্ছে একটা জেনারেল ইন্সুরেন্স, একটা লাইফ ইন্সুরেন্স সেই জায়গাটায় দ্রুততার সাথে যেন একটা ক্লেইম সেটেল হয়। যে একটা ক্লায়েন্ট জনদুর্ভোগ শিকার না হয় সেই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে বলে আমি মনে করি।
**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ**এ্যাবসল্যুটলী আঙ্কেল এটা আমাদের ইউএসপি হচ্ছে এটা যে আমরা সাত দিনের মধ্যে ক্লেইম সেটেল করি। এই জায়গাটাতে আসলে এমন না যে কোন ইন্সুরেন্স কোম্পানি আছে যারা চায় না ক্লেইম দিতে। সবাই চায় কিন্তু বিভিন্ন কারণে হয়তোবা দিতে পারেন আমি অন্যদের কথা বলতে হয়ত পারবনা এভরি বডি হ্যান্ডস অন রিজনস। কিন্তু আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফ শুরু করি আমাদের সময় লেগেছিল জানতে বুঝতে যে কিভাবে আমরা ক্লেইম সেটেলমেন্টটা করব। এবং একটা সিম্পল সলিউশন আমরা বের করলাম যে ক্লেইমটা পাঁচটা ছয়টা জায়গা দিয়ে যে যাবেনা। ক্লেইমটা ক্লেইমের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে ওখানে ডক্টর আছে, ওইখানে ইন্স্যুরেন্সের দক্ষ লোক আছে। এবং তারাই কিন্তু ডিসিশন নেয় এখানে কিন্তু বোর্ড ম.ডি কারো ইন্টারফেয়ারের সুযোগ নেই। এবং আমরা তাদেরকে একটা  জিনিস বলেছি যে আপনি নোটিফিকেশন পাওয়ার পরে ইউ হ্যাভ ৫ডেইস ওয়েদার  অ্যাপ্রুভ অর ডিক্লাইন। ইফ ইউ ডিক্লাইন ইউ মাস্সট  হ্যাভ আ ভেরি গুড রিজেন। এক্সপ্রেশন উইল বি অনলি গিফ ফর দ্য  ডিক্লাইন সাইড। এজন্য আমরা সাত দিনের মধ্যে ক্লেইমটা দিতে পারি। কোভিডের সময় আমরা প্রথম ছয় মাসে ১২২ টা  দিলাম ক্লেইম দিলাম সোনালী লাইফ থেকে এবং কোনটাই নর্থ একসিডিং সিক্স দেইজ আমরা প্রমিজ করেছি সেভেন ডেস কিন্তু নট একসিডিং সিক্স ডেস্জ। এবং এটা

কিন্তু সিক্স ওয়ার্কিং ডেসজ না সিক্স ডেসজ। ফ্রাইডে স্যাটারডে ইনক্লুডেড এটার ভিতর সিক্স ডেসজের ভিতরে। এটাতে আমাদের সহযোগিতা করছে আমাদের যে ফাইন্যান্স সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ইন এফ এস, বিকাশ, রকেট, নগদ এত সুন্দর ভাবে দ্রুত তাদের মাধ্যমে আমরা ক্লেইম বানাতে পারি ইট ইজ রিমার্কেবল যেই কারণে যে এলাকাতে আমরা ক্লেইম দেই সেই এলাকাটাই দেখা যায় ব্যবসা ফোর হান্ড্রেড টাইমস ফাইভ হান্ড্রেড টাইমস বারে। এবং এটা প্রচার হয়তো। মেসিভ হারে প্রচার হয়। এটা অনেকটা আনএক্সপেক্টেড আমরা নিজেরাও কিন্তু সক হয়ে গিয়েছিলাম আমি চট্টগ্রামে অনেক গ্রাহকের চেক ইনিশিয়াল যখন কোম্পানির শুরু হয় তখন কিন্তু আমি নিজে গিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়েছি। আমি সকড হতাম মানুষ যদি এটা নিয়ে এক্সাইটেড হতো কিন্তু এটাতে তো এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নাই কারণ এটা তো আমার প্রথম দায়িত্ব। আমার ফাস্ট রেস্পন্সিবিলিটি কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার পরিবারকে চেক পৌঁছিয়ে দিয়ে বা টাকা পৌঁছে দেওয়া এটা আমার প্রথম দায়িত্ব। দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে টু ওয়ার্ল্ড মাই শেয়ার হোল্ডার এবং তৃতীয় দায়িত্ব টু মাই এম্প্লয়িস। অনেক সময় দেখা যায় খারাপ ইন টেনশন যদি থাকে আমি যদি আমার এমপ্লয় এবং শেয়ার হোল্ডারদের নিয়ে থাকি আমি আমার গ্রাহকদেরকে ভুলে যাচ্ছি। এই জায়গা থেকে সরে আসার জন্য আমাদের যে চেয়ারম্যান ডঃ মোশারফ সাহেব উনি একজন ইন্সুরেন্স সেক্টর থেকে আসা মানুষ। উনি ইন্স্যুরেন্সের প্যাডেলসগুলো বুঝে, ইন্স্যুরেন্সের যা সমস্যা সেটি বুঝে। এবং উনি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে আমরা সাত দিনের যেই ক্লেইম দেই এটার জন্য ইজরা একটা সুন্দর সার্কুলার জারি করেছিল। ইন্সুরেন্স কোম্পানীর জন্য টুঁ ফলো দা সোনালী মডেল। এবং এখন বড় বড় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলো কিন্তু ৭ দিনেঅ ক্লেইম করছে লেজ দেন ডেট। ইদ্রা কিন্তু ক্লেইম দিতে রাজি এবং তারা দেয়া শুরু করেছে। ইদ্রা প্রত্যেক ওয়েডনেসডেতে পাবলিক মিটিং করে। মিটিং করে যে সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানির নাম গুলো বাকি আছে ওরা কিন্তু এগুলো সেটেল করে দিচ্ছে। সো ইদ্রা হ্যাস টেকেন দা লিডারশিপ এবং নরমালি দেখা যায় রেগুলেটর একটা পলিসি নেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রেড বডি একটা অপজিট পজিশন নেন। রেগুলেটর যদি বলে যে না আপনার ৭দিনের মধ্যে ক্লেইম দিতে হবে তখন বাংলাদেশ ইন্সুরান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি বলে না আমরা তিন মাসে দিব কিন্তু রেগুলেটর আমাদের যদি বলে এক মাস তখন বাংলাদেশ ইন্সুরান্স অ্যাসোসিয়েশন বলে টাকা ১৫ দিন নেন। সো সেল্ফ রেগুলেট করার টেনডেনসিটা যে আসছে ইন্ডাস্ট্রিতে ইট ইজ রিফ্রেশিং। আমার সুযোগ যে আমি বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন মিটিংয়ে থাকার সুযোগ পাই। শেখ কবির সাহেব উনি আমাদের সিনিয়র, উনি আমাদের লিডার উনি এতো সুন্দরভাবে জিনিসটা পরিচালনা করে যে উনি প্রত্যেকটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যারা ইন্স্যুরেন্সের

সাথে রিলেটেড সবার সাথে উনি কথা বলে। আমার সাথে কথা বলা কিন্তু উনার মানে মানে না কিন্তু উনি  সবার থেকে ফিডব্যাক নেন উনি আমার কাছ থেকে ফিডব্যাক নেন এবং নিয়ে উনি ফাইনালি এমন একটা ডিসিশন দেন যেটাতে সবাই খুশি হন। আপনি হেলথ ইন্সুরেন্স এর কথা বলেন হেলথ ইন্সুরেন্স ক্লাইম পাওয়া যায় না। ও সরি  নন-লাইফে ক্লেইন পাওয়া যায় না।  নন লাইফে ক্লেইন না পাওয়ার কারণটা হলো কিছু ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কমিশনের একটা ব্যবসা থাকে। যে আমি প্রিমিয়াম দিলাম ২০ লাখ টাকা আমাকে কত কমিশন ফেরত দিবে। এটা নিয়ে  বার্গেনিং হয় আনফরচুনেটলি।

**জিল্লুর রহমানঃ** কমিশনটা কাদের মানে যারা ব্যবসা…

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ**মানে ছাড়া ব্যবসা টা এনে দিয়েছেন ধরেন দেখা যাচ্ছে আঙ্কেলেরই ব্যবসা। আঙ্কেল ফ্যাক্টরিতে ফায়ার ইন্সুরান্স করল। ২০ লাখ টাকা প্রিমিয়াম লাগলো উনারা অফিশিয়াল থেকো  উনাদের যে কমার্শিয়াল ম্যানেজার আছে। আঙ্কেল রিয়েলিটি বলছি। আপনি অন্যভাবে নিয়েন না জাস্ট এন এক্সাম্পল আমাকে আমার  লোককে বললো যে আমাকে ৩০% দিতে হবে এখান থেকে।  তো এটা একটা ভালো কোম্পানি কখনো দিতে পারবে না। বাংলাদেশের যেকোনো পাঁচটি টপ কম্পানি ধরেন নন লাইফ ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে বা ১০ টা কোম্পানি ধরেন এরা কখনোই কমিশন দিবে না। কমিশনের স্ট্রাকচার কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরাইয়া দিছে নন লাইফ ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে। তৈরি সরানোর পরে ব্যবসাও কমে গেছে যারা এটা এসব মেইনটেইন করতে যেসব কোম্পানির এটা মেইনটেইন করছে না আমি কমিশন দিব না আমি ক্লেইম দিব। কমিশন দিব না কিন্তু আমি ক্লেইম দিবে এবং এই ক্লেইম আমি সাত দিনের মধ্যে দিব এটা যারা যাচ্ছে এই লেভেলে যারা যাচ্ছে তাদের কিন্তু  ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন বা আই আর কমে যাচ্ছে। আরেকটা দেখেন গাড়ির ব্যাপারে মোটর ভেহিকেল  ইন্সুরেন্স। মোটর ভেহিকেল ইন্সুরেন্সের মধ্যে আপনার যে অ্যাক্টটা হল এই  অ্যাক্টটের আন্ডারে কিন্তু গাড়ির ইন্সুরেন্স ম্যান্ডেটরি।মানে লাগবে কিন্তু একটা সার্কুলার আসলো যে  থার্ড পার্টি এখন ডিসকোয়ালিফাইড। থার্ড পার্টিতে ক্লেইম নাই কিচ্ছু নাই। ইট ইস যুষ্ট এ পিস অফ পেপার ক্লেইম নাই।  তো এটা বাতিল করে দিল সরকার। সরকার বাতিল করলো আমরা এটাকে একসেপ্ট করে নিলাম যে আমরা এখন থেকে শুধুমাত্র কম্প্রেহেন্সিভ দিব। এখন এটা নিয়ে গুজব ছড়াইয়া দিল মার্কেটে মানুষে যে ইন্স্যুরেন্সের দরকার নেই। কিন্তু এই জায়গায় এটা কিন্তু  রং।  দেয়ার ইজ দা রোড সেফটি  অ্যাকট যেটা করা হয়েছে ২০১৮ এটাতে চ্যাপ্টার সিক্সটিন এটাতে প্যারা ওয়ান টু থ্রি ফোর ছাড় ওটা জায়গা কিন্তু ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে মোটর ইনসিওরেন্স ছাড়া রাস্তায় গাড়ি চলবে না। ইন্সুরেন্স লাগবে কিন্তু দুইটা প্রোডাক্ট এর

মধ্যে একটা বাতিল হয়ে যাবে তারমানে আরেকটা প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটা তো আপনার করতেই হবে। এই জায়গাটাতে এসে গুজব ছড়ানো হল এবং গুজব ছড়ানো পরে যারা একসাথে ৫০ থেকে ৬০ টা গাড়ি নিয়ে আসে ওরা বলে যে ব্যবসা করব কিন্তু আমাদের কমিশন দিতে হবে। তো কমিশন দিলে তো আপনাদের ক্লেইম হবে না তো এই জায়গাটাতে কিন্তু মার্কেটে কারেকশন আছে এবং যতদিন পর্যন্ত একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যদি ক্লেইম দেয় মার্কেটে ইন্স্যুরেন্সের প্রতি মানুষের কোন সময় আস্থা আসবেনা। কারণ যারা কমিশন দেয় তারা সিরিয়াস বিজনেসম্যান না যেকোনো

**জিল্লুর রহমানঃ**একটু শেষের দিকে দানিয়াল ছোট্ট করে যদি আপনি বলতেন প্রযুক্তির ব্যবহার কি ইন্সুরেন্স করার সুযোগ আজ সেবা করা হচ্ছে?

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** আমাদের প্রযুক্তি ছাড়া ইন্সুরেন্স আগাবে না। আমাদের রুপালি ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস সাহেব আমাদের বিজিএমইএর একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উনি আমাদের থেকে বেশি আমি এবং রাসেল ভাই আমাদের থেকে অনেক বেশি কিন্তু উনার প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ। প্রথম থেকে উনি প্রযুক্তি ইউটিলাইজেশন এ বিষয়ে ছিলেন সোনালী কোম্পানিতে বলেন রুপালি কোম্পানিতে বলেন দোনোটা কোম্পানি কিন্তু এখন ই আই পি দিয়ে রান হচ্ছে। আপনার ক্লেইম প্রসেসটা ইজি করার জন্য করার জন্য কিন্তু ই আই পি লাগে। ইউ নিড আ সিস্টেম। ক্লেইমটা বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় হতে পারে বিদেশেও হতে পারে কারণ আমাদের অনেক ভাইয়েরা যারা সৌদিআরবে আছে, যারা মিডলইস্টে আছে, প্রবাসী আছে তাদের কিন্তু ইন্সুরেন্স বাংলাদেশের উচ্চ এবং তারা যখন মারা যায় তখন তাদের তথ্যটা আসা এবং তথ্যটা দেওয়ার জন্য তো তথ্যপ্রযুক্তির দরকার আছেই। এছাড়া আপনার ইন্সুরেন্স আগাবে না এবং ইন্সুরেন্স ইজ আ ট্রিট ফেসিলিটি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইট ইজ দা ইন্সর অফ ক্যাপিটাল। আপনার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বলেন বা যেকোন ফ্যাক্টরির হোক আপনার যে ইনভেস্টমেন্টেটা ক্যাপিটালটা এটা কিন্তু ইন্সুরেন্সই প্রটেক্ট করছে। তাহলে যে কোনো দুর্ঘটনা যদি হয় তাহলে আমি কিভাবে সেটা প্রটেক্ট করবো যদি আমার সার্ভিসই অনলাইনে না হয়। যদি আমার সব ধরনের ক্যাপাবিলিটিস ডিজিটাল না হয়। আমি শুয়ের লাগে আপনাকে একটা উদাহরন দিচ্ছিলাম গাড়ির ব্যাপারে আমরা রূপালি ইন্স্যুরেন্সের একটা অ্যাপ লঞ্চ করতে যাচ্ছি শরটলি এটার ভিতর অগম্যানটেড রিয়ালিটি দিয়ে আমরা ক্লেইম প্রসেস করব। আপনার গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হলো আপনি কিন্তু চারিদিক থেকে অ্যাপ দিয়ে ক্লাইমের সময় ভিডিও করলেন। জিনিসটার ডিজিটাল স্টোর হলো হওয়ার পরে নবডি ক্যান সেটা একসিডেন্ট হয়নি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্লেইম প্রসেসটা

ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করতে হবে যেটার কারনে ক্লেইম আমি খুব ফাস্ট দিতে পারবো। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কোম্পানি গুলো দেখছি করছে। তাদের থেকে আমাদের শিখতে হবে সেটা আমাদের এপ্লাই করতে হবে।

**জিল্লুর রহমানঃ**মোহাম্মদ নাছির এবং আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি আপনি…

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** দানিয়েলে জেনারেল ইন্সুরেন্স এবং লাইফ নিয়ে আমি কিছু কথা বলব। জেনারেল ইন্সুরেন্সে যে কমিশনের কথা। যে কোম্পানি যদি মনে করি কমিশন কাউকে দিতে হবে আমি তার পলিসি করবো না।

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** রাইট।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** এটাতো ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন থেকে করা উচিত।

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** এক্সাক্টলি, এক্সাক্টলি

**মোহাম্মদ নাছিরঃ**কারণ আমাকে তো এন্ড অফ দা ডে যদি কোন ক্লেইম হয় আমাকে তো ক্লেইম সেটেল করতে হবে।
**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** এ্যাবসল্যুটলী।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ**তাহলে আমি সেই জায়গায় কমিশন দিতে যাব কেন।

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** রাইট।

**মোহাম্মদ নাছিরঃ** আমি তার ক্লেইমটা এসপার গভারমেন্ট রুলস প্রিমিয়াম নিব। প্রিমিয়াম টা নিয়ে আমি পলিসিটা দেবো এবং যদি ক্লেইম হয় তাহলে ক্লেইম টা সেটেল করবো কিন্তু আমি বলছি এখনো অনেক নজির আছে। নন লাইফের জুতার অনেকের ক্ষয় হয়ে গেছে যাদের ক্লেইম কোন সেটেলমেন্ট হয়নি আরেকটা জিনিস লাইফ ইন্সুরেন্স আমি যা দেখেছি বিজেমিতে যখন আমি সাড়ে তিন বছর ছিলাম তখন দেখেছি যে ভ্যালিড পেপারস গুলো আছে, ডকুমেন্ট আছে কিন্তু তাঁর  ক্লেইমটা রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে। কোন রিজন ছাড়া তার সবকিছু সাবমিট করার পরও কোন গ্রাউন্ড ছাড়া তার ক্লেইমটা  রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে। ডিক্লাইন করে দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু কোনভাবে  হওয়া উচিত না আমি যদি শেষ করি গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে আমি বলি এগুলো হলো গরিব ওয়ার্কার। একটা

শ্রমিক যদি মারা যেতাম কিন্তু তেমন কিছু থাকে না। তখন কিন্তু সেখান থেকে দুই লাখ টাকা পায় এই ইন্সুরেন্স থেকে। এই দুই লাখ টাকা কিন্তু তার ফ্যামিলি বাচ্চাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার। সেই টাকাটা যেন তারা পায় সেগুলোর জন্য আমরা কিন্তু আমরা প্রপারলি অনেকগুলো কাজ করেছি। আমরা সেন্ট্রাল ফান্ডের মাধ্যমে কাজটা করেছি। সেজন্য আমি বলি এস আ লিডার অফ দা ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন যেকোনো ইন্সুরেন্স কমিশন দিবে কেন। সরকারের যে রুলস আছে সেটা মেনে সেই পলিসি হ্যান্ডওভার করবে। যেন এন্ড অফ দা ডে যদি কোনো ক্লেইম হয় তাহলে সেই ক্লেইমটা পায়। প্রচুর জেনারেল ইন্সুরেন্স এরকম ক্লেইম। আরেকটা বিষয় হলো মেরিনে থার্ড পার্টিতে যে ইন্সুরেন্স পলিসিটা নেয়া হয় সেটাও কিন্তু কোনো কাজে আসে না। আমার ভ্যাসেল যদি কোন জায়গা ডুবে যায় আমার গুদস ক্ষতিগ্রস্ত হয় থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স দিয়ে যেরকম মোটর ইন্সুরেন্স কোন কাজে আসে না থার্ড পার্টি মেরিন ইন্সুরেন্সও কিন্তু কোনো কাজে আসে না। সেই জায়গা থেকে এটার একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

**জিল্লুর রহমানঃ** দেনিয়াল যদি কিছু বলতে চান থার্টি সেকেন্ডসে।

**শেখ মোহাম্মদ দানিয়ালঃ** ইদ্রাকে এই জায়গায় আনতে হলে আপনি যেটা বলছেন ইদ্রা অনেক কাজ করছে। ইন্সুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন সাপোর্টে ইদ্রা অনেক এগিয়ে গেছে এটা নিয়ে যে কেউ যদি ক্লেইম আন ল ফুলি মনে করে যে আন ল ফুলি এটা ডিক্লাইন হয়েছে যদি ইদ্রার কাছে নিতে পারে এবং ইদ্রা কিন্তু এটা অনেক ফাস্ট সেটেল করে। ডক্টর মোশারফ সাহেব নিজে ইন্ডাস্ট্রির লোকের কারণে তিনি কিন্তু প্রবলেমগুলো বুঝে এবং বুঝে কিন্তু উনি অনেক ফাস্ট সেটেল করে। মেরিনের ক্ষেত্রে একইভাবে মেরিনের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু এখন অনেক চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা আশা করি ফিউচারে আমরা আরো কিছু ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট দেখবো মার্কেটে। মার্কেট কে মাথায় রেখে যেমন বাজেট আমরা পাচ্ছি। মার্কেটকে মাথায় রেখে ঠিক একই ভাবে আমরা ইন্সুরেন্স প্রোডাক্ট পাব।

**জিল্লুর রহমানঃ** দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে। দ্বিতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে কিংবা এসএমএসের মাধ্যমে। আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেইজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন। তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটায়, সকাল সাড়ে এগারটায় এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল। তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারবেন। ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। মিস্টার নাসির এবং মিস্টার

দানিয়েল অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। দর্শক নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ছোট্ট একটা অনুজীবের কাছে গোটা পৃথিবী কিভাবে অসহায় সেটি বলেই আমার অতীতে আলোচনা শুরু করেছিলেন। এবং আমাদের আরএমজি বা তৈরি পোশাক খাতের শংকট যেমন আছে, দুশ্চিন্তা যেমন আছে কোভিডের কারনে সম্ভাবনার দ্বার অনেক উন্মোচিত হয়েছে। সম্ভাবনাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটি হচ্ছে মূল প্রশ্ন। স্বাস্থ্যখাতে বাজেটে বরাদ্দ ওরা মনে করেন আরও বাড়ানো উচিত ছিল। জাতীয় স্বাস্থ্য খাতের অদক্ষতা আছে এখানে নানা ধরনের দুর্নীতি আছে কিন্তু বাজেটে আসলে বাড়ানো উচিত ছিল। যে সংকট গুলো আছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমাদের ব্যবহার করা উচিত সকল ক্ষেত্রে আরএমজি সেক্টর সেই আলোচনার মধ্য সেটি এসেছে। পোস্ট কোভিড যে একটা নতুন বিশ্বব্যবস্থা আসছে সামনে সেটি মাথায় রেখে যেন আমরা ভবিষ্যত পরিকল্পনাটা। বিশেষ করে স্বাস্থ্যখাতের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই বলছেন যে অনেক কিছু আমরা ক্রয় করি প্রচুর পয়সা খরচ করে কিন্তু আসলে সেগুলো কোনো কাজে লাগে না। তার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি কারণে কাজেই ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার টা যেন যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয় সেই জায়গায়। ইজ অফ ডুইং বিজনেস সেই জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরো সহজীকরণ করা উচিত কারণ এই জায়গায় বাংলাদেশ আরো অনেক রকমের দুর্বলতা রয়েছে। এবং ইন্টারসেপ্টর নিয়ে কথা হচ্ছিল অনেকটা সময় আমরা ব্যয় করেছি আলোচনায়। এখানে পলিসি সাপোর্ট দরকার সেটি উনারা বলছিলেন। মানুষের মধ্যে এক হাত গুলো নিয়ে যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ রয়েছে সেটি কাটিয়ে ওঠার জন্য একধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমও কিন্তু দরকার। একই সাথে ওনারা বলছিলেন যে আমাদের শিক্ষা খাতে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স এর কথা বলা হয়েছে সেটি তুলে নেয়া উচিত। এবং সেইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে খুলে দেবার জন্য উনারা দুইজন একমত পোষণ করেছেন। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।